রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত -
স্থানান্তর, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, আবর্জনা ফেলা এবং জ্বালানির কাঠ
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

ওয়াশের জনসংযোগের ঘোলা জল
বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৬ × মঙ্গলবার, ২৬ জুন ২০১৮

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ, এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সাহায্য করা, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই সংস্করণে দেয়া তথ্যের মধ্যে আছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলগত আলোচনা করে এবং বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফে ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের ফোন করে জানানো মতামত থেকে সংগ্রহ করা তথ্য।

এই কাজটি IOM, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির অর্থ সংস্থান করছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

পুরুষদের অভিযোগের মত করে মহিলাদের অভিযোগের সমাধান হচ্ছে না

জনগোষ্ঠীর মতামতের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বিশেষ কিছু বিষয় আছে যা মহিলাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সেই সাথে এটাও ধরা পড়েছে যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম সংখ্যক অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে।

অভিযোগ এবং মতামতের অবিন্যস্ত ডেটা এক নজরে দেখে জানা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম সংখ্যক অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সমস্ত অভিযোগের ৬১%-এর এখনো কোনও সমাধান করা হয়নি, কিন্তু তথ্যে যদি অভিযোগকারীর জেন্ডারের দিকে নজর দেওয়া হয় তাহলে একটি অসমতা ধরা পড়বে। মহিলাদের ৬৭% অভিযোগের এখনো কোনও সুরাহা করা হয়নি যেখানে পুরুষদের ৫৬% অভিযোগের সমাধান করা হয়নি।

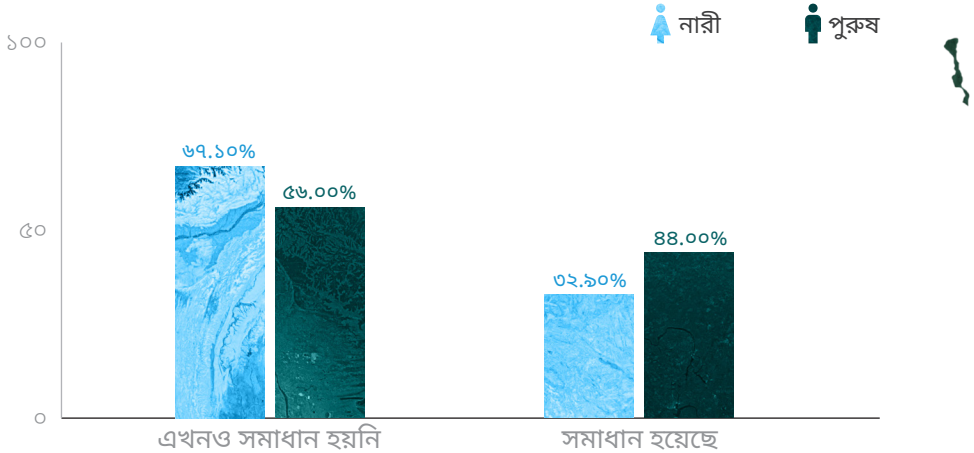

নারীদের উত্থাপন করা সমস্যা বনাম পরুষদের উত্থাপন করা সমস্যাগুলোর অবস্থা। (n=৬৫৬)

পরিসংখ্যানগতভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অভিযোগের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা ১.৬ গুণ বেশি*। এই জেন্ডার বৈষম্যের কারণ স্পষ্ট নয় - হয়তো মহিলাদের অভিযোগগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল, কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে নয় বা অন্যান্য কারণে সমাধান করতে দেরি হচ্ছে, কিন্তু এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখলে অনেকটাই বেশি এবং সেটা দৈবাৎ ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

পুরুষ এবং মহিলাদের অভিযোগের বিষয়েও ভিন্নতা দেখা যায়

শুধুমাত্র সমস্যার সমাধান হবে কি না তার সাথেই নয়, কি ধরনের সমস্যা তুলে ধরা হচ্ছে তার সাথেও জেন্ডারের যোগসূত্র রয়েছে। এই গ্রাফটিতে একটি নির্দিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নারী ও পুরুষ যে হারে সমস্যা জানিয়েছে তার মাধ্যমে জেন্ডারগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

যে বিষয়টি নিয়ে মহিলারা সবচেয়ে বেশি সমস্যা (৩১.৫%) জানিয়েছেন সেটি হলো খাবার ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র (নন-ফুড আইটেম), এই বিষয়টি নিয়ে পুরুষরা আরও বেশিবার অভিযোগ (৪৭.১%) জানিয়েছেন। মহিলারা যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে অভিযোগ করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তারা প্রধানত হাইজিন কিট এবং ঘর বানানোর জিনিসপত্র পেতে চান। এছাড়াও তারা এন.এফ.আই কার্ড পেতে সমস্যার কথাও জানিয়েছেন। এমনকি যাদের কাছে কার্ড আছে তাদেরও সাহায্য ও জিনিসপত্র পেতে সমস্যা হচ্ছে কারণ তারা জানতে পারেন না যে কখন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হবে। কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে এন.এফ.আই কার্ড নিয়ে মাঝিরা দুর্নীতি করছেন, যেমন কেউ অসুস্থ থাকার কারণে যখন নিজে ত্রাণ নিতে যেতে পারে না।

> আমার নামে একটা কার্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাঝি আমার নাম করে জিনিসপত্রের কিট নিয়ে নিয়েছে। সে নিজে অর্ধেকটা রেখেছে, আর বাকি অর্ধেকটা আমাকে দিয়েছে।"
>
> - মহিলা, লেদা ক্যাম্প

'যা জানা জরুরি'-র গত সংখ্যায় পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল এবং এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট জেন্ডারগত পার্থক্যও রয়েছে। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সমস্যা জানানোর সম্ভাবনা দ্বিগুণ**। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যাগুলি জানানোর সম্ভাবনা বেশি সেগুলি হলো ভাঙ্গা বা খারাপ মানের জিনিসপত্র (বিশেষত খারাপ মানের ল্যাট্রিনের জিনিসপত্র, যেমন ল্যাট্রিন ব্যবহারের পরে কমোড থেকে পানি লিক করা); এবং বিতরণে সব জিনিস না পাওয়ার সমস্যা।

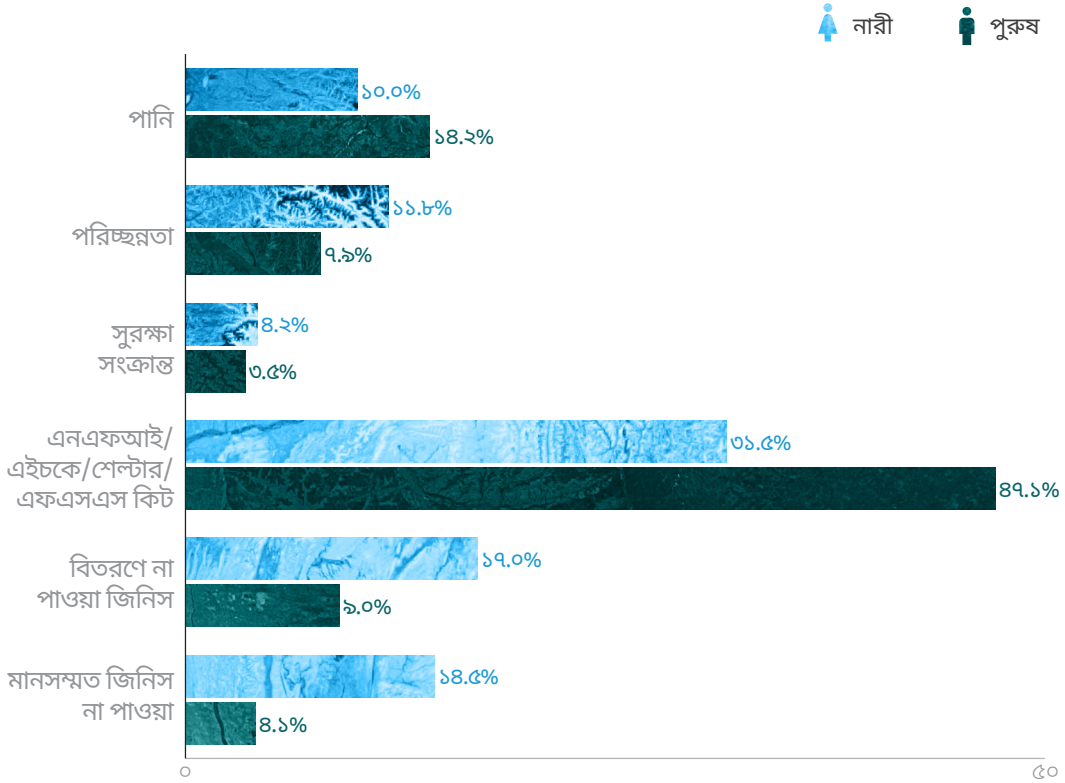

পুরুষ ও মহিলারা তাদের মতামতে যে সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন তার গ্রাফ। (n=৬৫৬)

২০১৮ সালে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে সোলিদারিতে ইন্টারন্যাশনাল তাদের কমিউনিটি রেসপন্স মেকানিজমের (সি.আর.এম) অংশ হিসেবে যে অভিযোগ ও মতামতের তথ্য সংগ্রহ করেছিল সেগুলির বিশ্লেষণ। এই তথ্যে ২৮৯ জন মহিলা এবং ৩৬৭ জন পুরুষের রেকর্ড রয়েছে যারা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা সম্পর্কে অভিযোগ এবং আশঙ্কা জানিয়েছেন। এই তথ্যের বেশিরভাগটাই লেদা, জামতলি এবং টেকনাফের অন্যান্য এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও মতামত সোলিদারিতে ইন্টারন্যাশনাল সংগ্রহ করেছিল কিন্তু সেই মতামত সেই এলাকায় যে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছিল তাদের দেয়া বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে ছিল।

যদিও এটা সামগ্রিক মতামতকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে, তবুও এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে জনগোষ্ঠীর মতামত জানানো এবং সেগুলির সমাধান হওয়ার জেন্ডারগত দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

* *রিগ্রেশন মডেলে অভিযোগের অবস্থাকে (সমাধান হয়েছে বা হয়নি) অধীন চলক এবং জেন্ডারকে স্বাধীন চলক হিসেবে ব্যবহার করে লজিস্টিক রিগ্রেশন। ৫% স্তরে লক্ষণীয়।*

** *রিগ্রেশন মডেলে জেন্ডারকে স্বাধীন চলক এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অনুরোধকে অধীন চলক হিসেবে ব্যবহার করে লজিস্টিক রিগ্রেশন। ১০% স্তরে লক্ষণীয়।*

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত -

ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, স্থানান্তর, আবর্জনা ফেলা এবং জ্বালানির কাঠ

১৫ই এপ্রিল থেকে ৩১শে মে, ২০১৮-র মধ্যে, প্রতিদিন ১ থেকে ৪ নং ক্যাম্পে ইন্টারনিউজের ১৩ জন জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের ই.টি.সি কানেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে সংগ্রহ করা মতামতের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ই.টি.সি কানেক্ট অ্যাপের (www.etcconnect.ml) সাহায্যে গুনগত মতামত সংগ্রহ এবং অভিযোগের ব্যবস্থাপনা করা যায়। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আশংকা ও প্রশ্নগুলি তুলে ধরার জন্য মোট ৫০৯টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মতামতগুলি রোহিঙ্গা, বর্মী এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

মোট মতামত	পুরুষ	নারী
৫০৯	২৪৯	২৬০

ক্যাম্পের মধ্যে স্থানান্তর

> আমরা আমাদের ঘরের কারণে খুব কষ্টে আছি। যেমন আমাদের ঘরটা পাহাড়ের চূড়ায় ভূমিধ্বসের এলাকার একবারে ধার ঘেঁষে রয়েছে। তাই ঘরগুলো ভেঙে পড়বে, আমরা খুব ভয়ে আছি। ওরা যেখানে বলবে আমরা সেখানে গিয়ে থাকতে রাজী আছি।"
>
> - মহিলা, ৩৪, ক্যাম্প ১পশ্চিম

> আমরা শুনেছি যে আমাদের এলাকায় ভূমিধ্বসের ঝুঁকি রয়েছে আর আমাদের এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা অন্য কোথাও যেতে চাই না। আমরা এখানে আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন আর আমাদের গ্রামের অন্যান্য চেনা মানুষদের সাথে থাকি। অন্য জায়গায় যেতে হলে আমরা সবাই আলাদা হয়ে যাব এই দুশ্চিন্তায় আছি।"
>
> - পুরুষ, ৪২, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

> ওরা অফিস তৈরির জন্য জায়গা চাই বলে আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে বলেছে, কিন্তু এটা বলেনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলে আমাদের বলে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিতে। আমরা যেখানে যেতে চাই সেখানে আমাদের ওরা নিয়ে যাচ্ছে না। আমাদের সকলকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে না। [...] আর আমরা এখানে নয় মাস ধরে রয়েছি। আমরা অন্য কোথাও যেতে চাই না।"
>
> - মহিলা, ৫০, কুতুপালং এমএস

যে সমস্ত মতামত পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে ক্যাম্পে স্থানান্তর সম্পর্কে প্রধানত তিন ধরনের মনোভাব কাজ করছে: ভয়, বিভ্রান্তি এবং সমর্থন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানান্তর নিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের পিছনে রয়েছে নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা, ত্রাণ পেতে ও দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সমস্যা দেখা দেবে এই ধারণা, জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য মানুষদের সাথে সম্পর্ক এবং সুস্পষ্ট তথ্যের অভাব।

মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বহু উত্তরদাতাই স্থানান্তরের পদ্ধতি নিয়ে সন্দিহান। একটি নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলেই তারা এই বর্ষাকালে নিরাপদ থাকতে পারবেন কিনা এই নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। কিছু রোহিঙ্গা এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তারা নতুন জায়গায় নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, যেমন:

- ত্রাণ না পাওয়া
- বাজার ও দোকানের অভাব
- যথেষ্ট নলকূপ, হাসপাতাল, সুনির্মিত রাস্তা এবং রাতের বেলা চলাফেরা করার জন্য রাস্তায় আলো না থাকা

সেই সাথে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষজন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া নিয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তারা যে চরম কষ্টকর ও হিংসার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছেন তার পরে জানাশোনা মানুষদের মাঝখানে থাকলেই তারা নিরাপদ বোধ করেন, এটা তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। জরুরি অবস্থায় তাদের প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকতে হবে এই নির্দিষ্ট আশংকার কথাও শোনা গেছে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্যান্য যে সমস্ত সদস্যরা স্থান পরিবর্তনের বিষয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা মনে করেন তাদের কেন অন্য জায়গায় যেতে হবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি এবং তাদের থাকার জন্য নতুন জায়গা বরাদ্দ করা হয়নি বলে দুশ্চিন্তায় আছেন। এছাড়াও কিছু মানুষের মনে হচ্ছে যে তাদের ইচ্ছা এবং চাহিদার বিষয়ে কিছু বিবেচনা না করেই তাদেরকে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে স্থানান্তর ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই, তাদের এটা বলার পর থেকে তারা অত্যন্ত অসহায়, হতাশ এবং বিভ্রান্ত বোধ করেছেন।

কিন্তু এমন কিছু মানুষও রয়েছেন যারা ভূমিধ্বসের ভয়ে ক্যাম্পের অন্য কোনও অংশে যেতে রাজী আছেন। এই নির্দিষ্ট তথ্যের নমুনায় এই দলটি সংখ্যালঘু বলে মনে হয়।

ঘুষ, দুর্নীতি এবং চাঁদাবাজি

> ঝড়ের সময় আমাদের ঘর আর টয়লেট [...] ভেঙে পড়েছিল আর টয়লেট তৈরির সব জিনিসপত্র এখানকার বাংলাদেশী লোকজন নিয়ে চলে গেছে। যখন আমরা তাদের কাছে সেগুলো [জিনিসপত্র] ফেরত চেয়েছি, সাতজন উদ্বাস্তুকে পেটানো হয়েছে, তাই আমরা [মাত্র] একটা টয়লেট তৈরি করেছি।"
>
> - পুরুষ, ৩৭, কুতুপালং এমএস

> আমরা মাসে মাত্র একবার ত্রাণের চাল পাই, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। ওরা বলে প্যাকেটে ২৫ কেজি থাকে, কিন্তু ওটাতে মাত্র ২২ বা ২৩ কেজিই থাকে, তার বেশি না। আমাদের প্রধান সমস্যা হল আমরা যে চাল পাই তার একটা অংশ স্থানীয় লোকজনকে বা বাড়ির মালিককে দিই [দিতে হয়]।"
>
> - মহিলা, ৩৫, ক্যাম্প ১পশ্চিম

> আমাদের ব্লকে এখানকার একজন লোক থাকে যে আমাদের ব্লকের প্রত্যেক বাড়ি থেকে ৫০০ টাকা করে ভাড়া চায়। আমরা টাকা না দিলে ওরা আমাদের পেটাতে আসে। আমাদের কাছে তো টাকাপয়সা নেই, তাই আমরা ত্রাণে যা পাই তার একটা অংশ ওদের দিই। আমরা যতটা চাল পাই সেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়; তবু আমরা এখানকার লোকদের চাল দিই কারণ ওদের আমরা ভয় পাই।"
>
> - পুরুষ, ৪৬, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের থেকে সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত মতামত জানা গেছে তাতে স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এবং সেই সাথে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ এবং চাঁদাবাজি ক্রমশ বাড়ছে এই ধারণা ফুটে উঠেছে। সম্প্রদায়ের সদস্যরা জানিয়েছেন যে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের জন্য সিভি জমা দিতে গেলে, ঘর বানানোর জিনিসপত্র নিতে গেলে, চিকিৎসা কর্মীদের সাথে দেখা করতে গেলেও তাদের টাকা দিতে বলা হচ্ছে এবং সেই সাথে তারা যে ত্রাণ পান তার একটি অংশও চাওয়া হচ্ছে। কিছু রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে ত্রাণে পাওয়া রেশন না দিলে স্থানীয় আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের (বাংলাদেশী) কিছু লোকজন তাদের হুমকি দেন।

রাস্তার জন্য নালা এবং আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা

> আমাদের ব্লকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কোনো ডাস্টবিন নেই। এটা একটা বিশাল সমস্যা। মানুষের ময়লা ফেলার কোনো জায়গা নেই। কোনো এনজিও এগিয়ে আসেনি। আমরা কোনো জায়গাই [আবর্জনার ফেলার জন্য] খুঁজে পাই না। যদি আপনারা একটা ডাস্টবিন দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়।"
>
> - মহিলা, ৩৮, ক্যাম্প ১ পূর্ব

> এখন বৃষ্টি হচ্ছে আর আমাদের ঘরে পানি ঢুকে গেছে। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দয়া করে আমাদের নালা খোঁড়ার অনুমতি দিন।"
>
> - পুরুষ, ৩৭, কুতুপালং এমএস

> ওদের নালা খুঁড়তে বলুন। আমাদের ব্লকের নালাগুলো অগভীর তাই পানি ধরে রাখতে পারে না। সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই আমাদের ঘরে পানি ঢুকে যায়। যদি কোনো এনজিও একটা ভাল নালা খুঁড়ে আমাদের সাহায্য করে তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে।"
>
> - মহিলা, ৩০, ক্যাম্প ১ পূর্ব

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে নোংরা পানি তাদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেই কারণে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় ঘুমানো যাচ্ছে না কারণ সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই মেঝেতে ঘুমান। সংগৃহীত তথ্যগুলিতে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের যে সদস্যরা মতামত জানিয়েছেন তাদের অনেকেই ক্যাম্পে দুর্গন্ধ এবং ছড়িয়ে থাকা ময়লা-আবর্জনার কারণে সমস্যা হওয়ার কথা বলেছেন। বিশেষ করে যেহেতু নালা, টয়লেট এবং শেল্টারের আশেপাশের খোলা জায়গা আবর্জনায় ভরে গেছে এবং একটানা বৃষ্টির সাথে সাথে তা ক্রমে বেড়েই চলেছে। তাই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ডাস্টবিন এবং সেই সাথে ক্যাম্পকে কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে বিষয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা প্রসার কর্মসূচীর অনুরোধ জানিয়েছেন।

রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ

> জ্বালানি কাঠের অভাবে আমরা অনেক কষ্ট পাচ্ছি। আগে আমরা মাসে একবার জ্বালানি কাঠ পেতাম। এখন আমরা প্রতি দুই মাসে একবার পাই। আমাদের পরিবার বড় তাই এটা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা মাঝির সাথে এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম আর তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে আমরা কাঠ পাবো। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই পাইনি।"
>
> - পুরুষ, ৩৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

এখনো বহু উত্তরদাতা জ্বালানী কাঠ নিয়ে সমস্যার কথা জানান। যেহেতু সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষজন আশপাশের বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যেতে পারেন না, কিছু মানুষ বলেছেন যে তাদের দুইবেলা গরম খাবার রান্না করতে অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে। যদিও তারা ত্রাণে যে জ্বালানী কাঠ পান তা এক মাস চলার কথা, কিন্তু কিছু মানুষ অভিযোগ করেছেন যে তাদের রেশন এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এছাড়া, বর্ষাকালে জ্বালানি কাঠ শুকনো রাখাও অত্যন্ত কঠিন।

ওয়াশের জনসংযোগের ঘোলা জল

এই এলাকায় পর পর যে চরম আবহাওয়াগুলি পরিবর্তন নিয়ে আসে তার একটি হল বর্ষাকাল। যদিও বর্ষাকাল কৃষিকাজ এবং অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই সময়ে বৃষ্টির কারণে গ্রামে ভয়ানক বন্যা আর শহরে পানি জমতে দেখা যায়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ষাকালের অর্থ হল বহু ক্যাম্পে একটা স্তর অবধি পানি জমে যাওয়া। পানির স্তর বাড়তে থাকলে বেশ কিছু মানুষ পরিষ্কার পানি পাবেন না। বন্যার পানির সাথে দূষিত পদার্থ মিশলে পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যাবে।

অ্যাকুয়াট্যাব সম্পর্কে জানানো

বর্ষাকালে সাধারণত দুষিত পানি (*হসারা* বা *ফুক'ওলা ফানি*) আশংকার একটি প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। তাই ক্লোরিন ট্যাবলেট (*ক্লোরিন বড়ি* বা *টেবলেট*) ও অ্যাকুয়াট্যাবের মতো পানি শোধন করার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে গত ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানানো হচ্ছে, কিন্তু এখনো সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এগুলো ব্যবহার করতে চান না।

যেকোনো নতুন জিনিস, বিশেষ করে যদি সেটা পানি শোধন করার জন্য হয়, সেই জিনিসগুলো নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি হয়। জনগোষ্ঠীকে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে রাজি করানোর একটা উপায় হল সেই জিনিস ও তার ব্যবহারের বর্ণনা দেওয়ার সময় বিদ্যমান ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট ব্যবহার করা। যেমন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পানি শোধন করার জন্য *ফিটকিরি* (পটাশিয়াম অ্যালাম) ব্যবহার করে অভ্যস্ত। তাই কোনও একই ধরনের, স্বল্প পরিচিত জিনিসের কাজ এবং সঠিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার সময় ফিটকিরির সাথে তুলনা করলে সুবিধা হতে পারে।

ডায়রিয়া কাকে বলে

বর্ষাকালে পানিবাহিত রোগ এবং ডায়রিয়ার (*গা-লামানি*) প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। রোহিঙ্গা ভাষা থেকে চাটগাঁইয়া ভাষায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করলে, *গা-লামানি*-র অর্থ দাঁড়ায় 'শরীর নেমে আসা', যা আলোচনার সময় বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং/অথবা ভুল রোগ নির্ণয়ের কারণ হতে পারে।

একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল তীব্র ডায়রিয়া/কলেরার জন্য সম্প্রদায়ের কাছে একটা দেশীয় শব্দ (*আবা বি'আরাম*) থাকা সত্ত্বেও, আগে আসা এবং নবাগত রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের মধ্যে ইংরেজি শব্দ "কলেরা"-র জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে।

মৌসুম সংক্রান্ত অন্যান্য আশংকা

বৃষ্টি হলে মশার (*মুশা*) উপদ্রব এবং তার সাথে ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুর মত রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। রোহিঙ্গা ভাষাভাষী সম্প্রদায় ম্যালেরিয়া শব্দটির অর্থ বুঝলেও কখনো কখনো সেটাকে *হাঁফি হাঁফি গা'জর* বলে যা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "কাঁপুনি দিয়ে জ্বর"। 'ডেঙ্গু জ্বর' রোগটি সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম জানে। তবুও এই অসুখগুলোর বিভিন্ন লক্ষণকে রোহিঙ্গা ভাষায় কি বলে তা জানা থাকলে মাঠ কর্মীদের জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে সুবিধা হতে পারে।

- খুব বেশি জ্বর - *সক্ত গা'জর*
- মাথা ব্যথা - *মাথা হোঁরানী*
- ঘাম হওয়া – *ঘাম নেলন*
- প্রচণ্ড শীত করা - *বেশি সরত লাগন*
- দেহে পানিশূন্যতা (ডিহাইড্রেশন) – *গা'থু ফানি হোমি জন*

টাট্টি থেকে ল্যাট্রিন

কক্সবাজারের আবহাওয়ার মতোই কখনও কখনও রোহিঙ্গাদের ভাষার গতিপ্রকৃতি অনিশ্চিত হতে পারে। এই মুহূর্তে মানুষজন *টাট্টি* বলছেন – কিন্তু পরের মুহূর্তে একজন বৃদ্ধ ভদ্রমহিলাও *লেট্রিন* শব্দটি বলতে শুরু করেছেন। গত বছর ক্যাম্পে আসার পর থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বহু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছে। আর একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা হওয়ার কারণে রোহিঙ্গা ভাষায় এইভাবে নতুন নতুন বাংলা ও ইংরেজি শব্দ সামিল করা হচ্ছে যার যুক্তি বোঝা কঠিন।

এই কারণে তথ্য (মৌখিক, লিখিত বা চিত্রভিত্তিক) রচনা করার সময় সম্প্রদায়ের মানুষজনকে তাতে সামিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারী উভয়কে সামিল করবেন যাতে এমন শব্দ ও ধারনা ব্যবহার করা হয় যা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং সহজবোধ্য।